বাস মালিকদের প্রতি নির্দেশিকা

(১) একই রুটে চলাচলকারী সমস্ত বাস, একটি সঠিক রোটেশনাল সময়সূচীর ভিত্তিতে চলাচল করার ব্যবস্থা করতে হবে- যাতে কোন বিশেষ বাস মালিক কোন বিশেষ সময় সূচীর সুবিধা / অসুবিধা চিরকালই ভোগ করতে না পারেন।

(২) সময়ের গতি ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাচলকারী বাসের সর্বশেষ ট্রিপের সময়কে আরও পিছোতে হবে, যাতে যাত্রীরা সন্ধ্যার পরেও উপযুক্ত পরিষেবা পান।

(৩) বাসগুলিকে সচল রাখার জন্য যাত্রীস্বার্থে সর্বদা যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ির ফিটনেস্ নবীকরণ করাতে হবে।

(৪) চলাচলকারী প্রতিটি বাসে ব্লু-বুক, ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট, ট্যাক্স রসিদ, দূষণ-নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট, রুট পারমিটের 'বি' পার্ট, অনুমোদিত সময়সূচী (অরিজিন্যাল) অবশ্যই রাখতে হবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত যাত্রীভাড়ার তালিকা বাসের প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে যাতে সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

(৬) রুটের পারমিটধারী কোন বাস নিজের ট্রিপ বন্ধ রেখে অন্যত্র অন্য প্রয়োজনে নিয়োজিত / যাত্রী বহন করতে পারা যাবে না। আর.টি.এ'র অনুমোদন ছাড়া কোন বাসে "সুপার" বা অন্য কোন বিবরণ লেখা যাবে না।

(৭) প্রতিটি বাসের ইন্সিওরেন্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও সঠিকভাবে নবীকরণ করতে হবে, যাতে দুর্ঘটনার ক্ষতিপুরন পাবার যোগ্যতা থাকে।

(৮) প্রতিটি বাসের উভয়দিকে সুস্পষ্টভাবে মালিকের নাম, রুটের বিবরণ, পারমিট নং, বহন ক্ষমতা ইত্যাদি লিখে রাখতে হবে, এবং আইনানুযায়ী প্রতিবন্ধীদের আসন নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

৯) ছাদে যাত্রী বহণ করা যাবে না।

১০) দূষণবিধি ভঙ্গ, রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস্, পারমিট, ইনসিওরেন্স্ ছাড়া এবং পারমিটের শর্ত্ত লঙ্ঘন করে বাস চালানোর জন্য মোটরযান আইনের ১৯০, ১৯২,১৯২-এ, ১৯৬ ধারা অভিযুক্ত হলে যার জন্য সর্ব্বোচ্চ জরিমানা ৬,০০০ টাকা হতে পারে। একাধিকবার ঐ ভাবে অভিযুক্ত হলে পারমিট বাতিলও হতে পারে।